এই সময়
সংবাদপত্র

হেমনগরে ‘সুনামি’, উদ্ধারে বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীরা

তপন মণ্ডল

সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে বার্তা এল, আন্দামানে জোর ভূমিকম্প হয়েছে। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৮.৮! জারি হয় সুনামি সতর্কতা। ত্রস্ত হিঙ্গলগঞ্জের হেমনগরের বাসিন্দারা। এমন সময়ে উদ্ধারে নামলেন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। বাসিন্দাদের উদ্ধার করে আনা হল সুনামি আশ্রয় কেন্দ্রে। বাদ গেল না গবাদি পশুও। এর পরেই খবর আসে, সুনামি আছড়ে পড়েছে। এ বার জল থেকে উদ্ধার করে আনা হয় শিশুদের।

না, সুনামি হয়নি। পুরোটাই সাজানো চিত্রনাট্য। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মহড়া। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ব্যবস্থাপনায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সহযোগিতায় শুক্রবার হিঙ্গলগঞ্জের হেমনগরে সুনামি মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। হেমনগর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সকাল থেকে ছিল বিপুল ভিড়। হেমনগর উপকুল থানার পাশের পুকুর ও রায়মঙ্গল নদীকে ব্যবহার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা হাতেকলমে দেখান, কী ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এলাকার মানুষদের রক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা দেখান তাঁরা কী করবেন। মহড়ায় সামিল হয় রাজ্য পুলিশ, দমকল, স্বাস্থ্য দপ্তর, অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর, সেচ দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হ্যাম রেডিয়ো এবং বিএসএফ জওয়ানরা।

এ ভাবেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলল মহড়া — অমর কর

সুনামি মহড়ার শেষে দেখা গেল, মারা গিয়েছেন ৭০০ জন, আহত ৭৫০ জন। ৪৭৯ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। শতাধিক গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। ৫০৮ একর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে। মৎসজীবীদের ৪৪টি নৌকোডুবে গিয়েছে নদীতে। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল বলেন, ‘মহড়ার উদ্দেশ্য ব্লক কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয়দের সচেতনতা।’